আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্মৃতিসৌধ

নার্গিস আক্তার বানু

গত কয়েক বছরে সিডনীতে অনেক মহৎ আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে বহু সংগঠনের আবির্ভাব ঘটেছে। এর মধ্যে অনেক সংগঠন কমিউনিটিতে তাদের নিজস্ব পরিচয় প্রাপ্তির অনেক আগেই ঝরা পাপঁড়ির মত ঝরে পড়েছে। তবে হাতে গুনা কয়েকটি সংগঠন তাদের সেই কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর দৃঢ় সংকল্প বজায় রেখে কাজ করে যাচ্ছেন নীরবে-নিভৃতে। তাদের মধ্যে অন্যতম একটি হল 'একুশে একাডেমী' যারা সুদূর প্রবাসে বসে বাংলাদেশের মাটি এবং মানুষকে ভালবেসে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ভাষা অটুট রক্ষার্থে কাজ করে যাচ্ছেন আপন মনে। একুশে একাডেমী-র কার্যকরী পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত কয়েকজনের নিরলস ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে আমাদের প্রানের প্রিয় শহীদ মিনারের প্রতিকৃতি সম্বলিত প্রথম আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা স্মৃতিসৌধ নির্মান হতে যাচ্ছে এ্যাশফিল্ড পার্কে। একুশের শহীদদের প্রতি সম্মান প্রর্দশনার্থে মাতৃভাষা স্মৃতিসৌধ র্নিমানের সংবাদটিতে আজ সিডনীর তথা সারা অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশীরা আনন্দে আত্বহারা। বহুদিন ধরে এই সংবাদটি শুধু মিডিয়ার বলয়ে ঘোরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু অবশেষে গত ১৫ই জানুয়ারী ২০০৬ তারিখ এই আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা স্মৃতিসৌধ নির্মানব্যয় বাবদ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় বেগম খালেদা জিয়ার প্রদত্ত পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার সমমূল্যের একটি চেক বাংলাদেশের হাই কনিশনার মান্যবর জনাব আশরাফ-উদ-দৌলা একুশে একাডেমী ইনক-এর সভাপতি জনাব নির্মল পালের হাতে হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে এই সংবাদটির বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়ে দিলেন শতগুনে, পেল পূর্ণতা। ভাবতে খুব ভাল লাগছে যে আর কটা দিন পরেই আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে মাতৃভাষা স্মৃতিসৌধটির পাশে দলমত নির্বিশেষে এক কাতারে দাড়াতে পারব, বলতে পারব অশ্রুঝরা একুশের ইতিহাস। আর এই সবকিছুর জন্য 'একুশে একাডেমী ইনক' সবচেয়ে বেশী প্রশংসার ও কৃতিত্বের দাবিদার এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সিডনীর মিডিয়া পরিবারের অন্যতম, বাংলা-সিডনী ডট কমের সুবাদে ইতিমধ্যেই স্মৃতিসৌধটির নকশা এবং স্পেসিফিকেশন দেখার সুযোগ ঘটেছে। স্তম্ভটির গায়ে আমাদের মায়ের মুখের অক্ষর অ,আ,ই,ক,খ-এর শীর্ষ অবস্থান এবং শহীদ মিনারের ছবি আমাকে মূহুর্তের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল ঢাকার সেই মূল শহীদ মিনারের পাদদেশে, যেখানে কনকনে শীতের প্রত্যূষে একগুচ্ছ ফুল হাতে নিয়ে সারিধরে খালি

পায়ে হেটে গিয়েছি একুশের মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রর্দশন করতে। তবে এই প্রসংগে একটি কথা উল্লেখ না করে পারছি না যে, স্মৃতিসৌধটির গায়ে শহীদ মিনারের যে ছবিটি আকা হচ্ছে, তার নীচে সেটি কি এবং কোথায় - তা যদি উল্লেখ করা না থাকে, তাহলে অন্য ভাষাভাষীদের পক্ষে শহীদ মিনারের গুরুত্ব বুঝা সম্ভব হবে না। আমরা জানি শহীদ মিনারের গুরুত্ব। কিন্তু অন্যদের জন্য ছবিটির নীচে সেটি কি এবং কোথায় বলা না থাকলে এটি হবে একটি অর্থহীন নকশা। আশাকরি স্মৃতিসৌধটির ডিজাইনে যারা আছেন বা ছিলেন, তারা শহীদ মিনারটির নীচে '**Original Monument – Dhaka, Bangladesh**' এরকম কিছু লিখে দিতে ভুলে যাবেন না। এবিষয়ে একুশে একাডেমী তরিৎ পদক্ষেপ গ্রহন করবেন বলে আমরা আশাবাদী। আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা স্মৃতিসৌধটির ফলক উম্মোচনের সেই ঐতিহাসিক ক্ষনের অপেক্ষায় রইলাম। ধন্যবাদ।